Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৫ মার্চ, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ১২ সংখ্যা ২৪ মার্চ, ২০১৪ ৯ চৈত্র, ১৪২০

কুড়মুন গ্রাম প্রতিরোধের পর নির্যাতনের নতুন নমুনা দেখেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : পুলিশি অত্যাচারের শিকার হলেন কুড়মুন গ্রামের মা ও শিশুরা। বর্ধমান সদর থানার পুলিশ তছনছ করলো কুড়মুন গ্রাম। বেছে বেছে আক্রমণ করা হয়েছে সি পি আই(এম) কর্মীদের বাড়ি। এ কোন রাজত্ব এল! মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দেড় বছরের শিশুকে আছাড় মারল পুলিশ! গোটা গ্রাম স্তম্ভিত! পুলিশ সুপারের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার সকলে। ক্ষুব্ধ সাংসদ এবং বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সাইদুল হক। জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে লিখিত অভিযোগ জানালেন।

গত ১৮ মার্চ তিনি নিজে কুড়মুন গ্রামে প্রচারে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হাজার গ্রামবাসী তাঁকে কাছে পেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনায় তাঁর সাথে গ্রামের পথে পা মেলান। আর ওই দিন রাতেই এই কাণ্ড। পুলিশ বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে ঘুমন্ত মহিলাদের তুলে শ্লীলতাহানি করে। পঞ্চায়েত সদস্যা তিনিও বাদ যাননি। বাধা দিতে গিয়ে দশ জন পার্টিকর্মী আহত হয়। পুলিশ ও শাসকদলের দুষ্কৃতীরা ৯ জনকে তুলে আনে থানায়।

পরদিন অর্থাৎ ১৯ মার্চ আবার গ্রাম জুড়ে হামলা তল্লাসি শুরু হয়। গুণ্ডারাজের ভয়ে পুরুষশূন্য হয় গ্রাম। তারপর অর্থাৎ ২০ মার্চ হামলার মাত্রা আরো বাড়ে। তৃণমূলের দুষ্কৃতী সঞ্জীব হাজরার নেতৃত্বে ২০ জন দুষ্কৃতী এদিন পুলিশের সামনেই হামলা চালায়। ধান খেতে লুকিয়ে থাকা কোলে শিশু মা, সেখানে গিয়ে পুলিশ কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে আছড়ে মারে।

২১ মার্চ গ্রামে অত্যাচারিত মানুষদের

—এরপর চারের পাতায়

শহিদ ভগৎ সিং-এর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিংশ শতাব্দী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শতক হিসেবেই পৃথিবীর ইতিহাসে চিহ্নিত। পৃথিবীর দেশে-দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্র রূপ নিয়েছিল। আগের শতকের আটের দশকে আমাদের দেশে আন্দোলন সংগ্রামের মঞ্চ হিসেবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও 'স্বাধীনতার' আহ্বান জানানো হয়নি। এর মধ্যেই ঘটে গেছে পৃথিবীর ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। বলশেভিক পার্টি, লেনিন-এর নেতৃত্বে রুশ দেশে ঘটে গেছে দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। যে বিপ্লব পৃথিবীর দেশে দেশে মুক্তির আন্দোলনকে এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তার প্রভাবেই ভারত থেকে বহিস্কৃত বিপ্লবীদের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ভারতের বুকেও রুশ বিপ্লব তার ছাপ রাখতে শুরু করেছে। শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট ছোট গ্রুপে কাজ শুরু করেছে। রাষ্ট্রীয় বিপ্লবী আন্দোলন নতুন চিন্তা চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ক্রমশ কমিউনিস্ট আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করেছে। ম্যাৎসিনি গ্যারিবল্ডির গ্রন্থ ছেড়ে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, ক্যাপিটালকে তাঁরা পাথেয় বলে মানতে শুরু করেছেন। এমনই সময় রাষ্ট্রীয় বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ভগৎ সিং ১৯২৬ সালে লেনিনের প্রয়াণ দিবসে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিকে তাঁর শোকবার্তা পাঠাচ্ছেন। শ্রমিক কৃষকের ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁকে আজকের দিন ২৩ মার্চ ১৯৩১ তারিখে রাতের অন্ধকারে লাহোর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল দিল্লি অ্যাসেম্বলিকক্ষে বোমা মারার অপরাধে। যে বোমা তাঁরা ফাটিয়েছিলেন তাতে কেউ হতাহত হয়নি। নাগরিক সুরক্ষা বিল ও শ্রম

—এরপর দুয়ের পাতায়

হুমকি, সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করেই প্রচারে বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২২ মার্চ : মেমারি-১ মধ্য লোকাল কমিটির উদ্যোগে বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সি পি আই(এম) প্রার্থীর সমর্থনে দান্দুর গ্রামে একটি পদযাত্রায় লালঝাণ্ডা নিয়ে গরিব মহিলা পুরুষদের ঢল নামে। আদিবাসী পুরুষরা ধামসা-মাদল নিয়ে আর আদিবাসী রমনীরা নাচের তালে তালে পদযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন। শামিল হয়েছিলেন মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ ও গরিব ক্ষেতমজুর পরিবারের মানুষরাও। পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। পদযাত্রা দান্দুর গ্রামের বটতলা থেকে শুরু হয়ে কৈলাশপুর, দেহুড়া, কেমা, চারটি গ্রাম ও চার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে কেমা সায়েরের পাড়ে শেষ হয়। দান্দুর গ্রামের গরিব শ্রমজীবী আদিবাসীরা খুব গরিব ঘর থেকে উঠে আসা প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাসকে পেয়ে তারা খুব খুশি। তাঁকে ফুলমালা দিয়ে সংবর্ধনা জানান। পদযাত্রায় নেতৃত্বে ছিলেন মেমারি-১ জোনাল কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ কোঙার, সনৎ ব্যানার্জী, ফারাদ মণ্ডল, প্রশান্ত কুমার, মোহিত যশ, কৃশানু ভদ্র, শৌভিক যশ প্রমুখ। বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাসকে বিপুল ভোটে জয়ী করার ডাক দেওয়া হয়।

এদিন মেমারি-১ পূর্ব লোকাল কমিটির উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র দাসের সমর্থনে একটি কর্মিসভা হয় দেবীপুর গ্রামে। কর্মিসভায় বক্তব্য রাখেন প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস, বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুকান্ত কোঙার। উপস্থিত ছিলেন কৃষক নেতা আন্তাজ আলি দফাদার। সভা পরিচালনা করেন জগন্নাথ গাঙ্গুলি।

মেমারির নিমো -২ পঞ্চায়েতের অধীনে উদয়পল্লীতে বামফ্রন্ট প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাসের সমর্থনে দেওয়াল লিখনে রাতের অন্ধকারে কাদা রঙ ছুঁড়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়। অথচ মানুষ স্বেচ্ছায় বামফ্রন্ট কর্মীদের এলাকায় দেওয়াল লেখার সম্মতি দিয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। মেমারি সমেশ্বরতলা পাড়ায় বামফ্রন্ট প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাসের সমর্থনে দেওয়াল লিখছিলেন দুই জন সি পি আই(এম) কর্মী ও সহযোগিতা করছিলেন প্রাক্তন বিধায়িকা সন্ধ্যা ভট্টাচার্য। হঠাৎ জনা দশেকের এক তৃণমূল বাহিনী এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে, হুমকি ও দেওয়াল লিখনে বাধা দেয়। পরে ঘন্টা দুই বাদে মেমারি জোনাল সম্পাদক অভিজিৎ কোঙারের নেতৃত্বে পুনরায় দেওয়াল লিখনের যে অংশটুকু বাকি ছিল লেখা হয়। পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছেন নেতৃত্ব।

১৯ মার্চ সি পি আই(এম) পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির উদ্যোগে পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের কালেখাঁতলা বাজারপাড়ায় এক নির্বাচনী গ্রামসভায় বক্তব্য রাখেন বর্ধমান পূর্বের সি পি আই(এম) প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সি পি আই(এম) নেতা দয়ারঞ্জন ভৌমিক। বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভাণ্ডয়াল। উপস্থিত ছিলেন মহিলা সমিতির পূর্বস্থলী ২নং লোকাল কমিটির সম্পাদিকা বাসন্তী কুরি।

সভা শেষে সহস্রাধিক মানুষের এক মিছিল পারুলিয়া বাজার থেকে সি পি আই(এম) প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাসকে নিয়ে তেলিনীপাড়া বাজার, সিদুরপুর হয়ে পারুলিয়া বাজারে এসে শেষ হয়।

সাইদুল হকের প্রচারে জনজোয়ার বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ মার্চ : আজ বর্ধমান শহরে নির্বাচনী প্রচারে জনজোয়ারে মিশে গেলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী সেখ সাইদুল হক। এদিন বিকালে বর্ধমান শহরের পার্কাসরোডের সি পি আই(এম) অফিস থেকে প্রচার শুরু হয়। প্রচার মিছিলে ছিলেন তাপস সরকার, জনার্দন রায়, নজরুল ইসলাম, গৌরী ব্যানার্জী, অপূর্ব চ্যাটার্জী প্রমুখ। এদিন মিছিলের শেষে ২৯ নং ওয়ার্ড সহ কয়েকটি পাড়ায় মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের বাড়িতে চড়াও হয় তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা। তারা বাড়ির মহিলাদের অশালীন

—এরপর চারের পাতায়

গুসকরায় বোলপুর কেন্দ্রের বামপ্রার্থী রামচন্দ্র ডোমের সমর্থনে পদযাত্রা ও সভা

নিজস্বসংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ মার্চ : আজ গুসকরায় সি পি আই(এম) প্রার্থী ডাঃ রামচন্দ্র ডোমের সমর্থনে এক বিশাল পদযাত্রা এলাকা পরিক্রমা করে। পদযাত্রা ছাড়াও সন্ধ্যায় এক কর্মিসভায় বিল্বগ্রাম উক্তা ভেদিয়া প্রভৃতি এলাকার সদস্য ও কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সভায় প্রধান বক্তা সি পি আই(এম) নেতা অচিন্ত্য মল্লিক বলেন, রাজ্যে তৃণমূলের নৈরাজ্য, দিল্লির সরকারে দুর্নীতি ও বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি একত্রিত করতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন অচিন্ত্য মজুমদার।

নতুন চিঠি

২৪ মার্চ, ২০১৪

রাজনীতির অঙ্গন না বিকিকিনির হাট?

রাজনীতি যখন নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র ক্ষমতার রাজনীতি হয়ে ওঠে, রাজনৈতিক যোগ্যতার বদলে ব্যক্তি-বিভূতিই যখন নির্বাচনপ্রার্থীর একমাত্র বিচার্য বিষয় হয়ে ওঠে, তখন নির্বাচনক্ষেত্র পরিণত হয় মনোহারি দ্রব্যের বিকিকিনির হাটে। সারা ভারত জুড়ে ক্ষমতার রাজনীতির এই মুক্ত বাজারই এখন রমরমিয়ে চলছে। আছে বড় বড় শপিং মল, মাঝারি দোকান ও অজস্র খুচরো দোকান। সবচেয়ে বড় দুটি শপিং মল-এর মাথায় উড়ছে বংশগৌরবের ধ্বজা, অপরটিতে ধর্ম-গরিমার ধ্বজা। ব্যক্তি-গরিমার বিপুলতর ধ্বজা উড়িয়ে শপিং মলগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে নেমেছে এক ক্ষুদে দোকানদারও। এই দোকানের ছোট্ট আঙিনায় গিজগিজ করা ক্ষমতার মৌতাত প্রত্যাশী লেখক-কবি-চিত্রকর-মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মনোহারি প্রকরণে আহ্বান জানাচ্ছে ক্রেতাকুলকে। নীতি বিসর্জন দিয়ে নতুন ক্ষমতার ব্যাপারীরাও যোগ দিচ্ছে সেই দলে। বড় দুটি শপিং মলেও দলীয় উত্তরীয় ধারণ করে নতুন নতুন দোকান খুলছেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ-প্রাশসক-বিচারক থেকে শুরু করে সংবাদপত্রের সম্পাদক, অভিনেতা, নাট্যকার সহ বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। মল বদলের হিরিক পড়ে গেছে।

ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে বর্তমানকাল প্রকৃতপক্ষেই দুর্ভাগ্যের কাল। যোড়শ লোকসভা নির্বাচনে কার্যত ক্ষমতার রাজনীতির ক্রয়-বিক্রয়ের মুক্তবাজারে পরিণত করার এই প্রয়াসকে পরাস্ত করে নীতি ও আদর্শভিত্তিক রাজনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠাই এখন জনগণের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এবং সেক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে বামপন্থীদেরই।

ভোট দিলে জিনিস কেনাকাটায় ছাড় পাবেন বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ মার্চ : ভোট দানে উৎসাহ দিতে অভিনব ব্যবস্থা নিল বর্ধমান জেলা প্রশাসন। বর্ধমান জেলায় ৩০ এপ্রিল এবং ৭ মে দু-দফায় লোকসভা নির্বাচনের ভোট নেওয়া হবে। সেই কারণে ভোটারদের নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের পরে জেলার বিভিন্ন দোকানে জিনিস কেনার ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে। বড় বড় বাজার বা মলের পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রামের ছোট দোকান, মুদিখানা সহ বিভিন্ন দোকানে এই ছাড়ের সুযোগ মিলবে। জেলাশাসক সৌমিত্রমোহন জানান, এখনো পর্যন্ত গোটা জেলায় ছোট বড় সবমিলিয়ে প্রায় চারশো দোকান থেকে বিশেষ এই ছাড়া পাওয়া যাবে। তিনি জানান নির্বাচনের আগে ভোটাররা সচিত্র পরিচয়পত্র বা এপিককার্ড দেখিয়ে নির্দিষ্ট দোকান বা ব্যবসাকেন্দ্র থেকে ছাড়ের সুযোগ পাবে। বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের মতো করে ছাড় দেবে ২ থেকে ১০ শতাংশ হারে। ভোটের আগে ২৬ ও ২৭ মার্চ এবং ভোটের পর ১ ও ২ এবং ৮ ও ৯ এপ্রিল এই ছাড়ের সুযোগ মিলবে।

জানা গেল এবারে প্রতিটি বুথে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। এ্যাম্বুলেন্স থাকবে। মহিলাদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থাও থাকবে। ভোটের লাইনে বসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রতিটি বুথে থাকবে মহিলা ও পুরুষদের জন্য বিশ্রামকক্ষ।প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বয়স্ক ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে জানান জেলাশাসক। তবে সম্ভবত জিনিস কিনলে ছাড় দেওয়ার উদ্যোগ রাজ্যে প্রথম বর্ধমান জেলা প্রশাসনই নিল।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্ব নদী বাঁচাও দিবস কবে পালিত হয়?
২. সার্বিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৩. ভারতের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র কোনটি? কবে কোন সিনেমাহলে মুক্তি পায়? নায়ক-নায়িকা কারা ছিলেন?
৪. ব্যাণ্ডেল-নৈহাটির মধ্যে সংযোগকারী গঙ্গার ওপর রেলওয়ে ব্রিজটির নাম কী? কবে উদ্বোধন হয়েছিল?
৫. বিশ্ব ঘুম (নিদ্রা) দিবস কবে পালিত হয়?
৬. ইতালি দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৭. কে কবে প্রথম বাংলায় বাইবেল ছাপা শুরু করেন, কবে? বাংলা ছাপা অক্ষর কে তৈরি করেন?
৮. কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৯. কবে কার চেষ্টায় বাল্যবিধবা রোধ আইন জারি হয়?
১০. সি পি আই(এম) দলের কোন সর্বভারতীয় সম্মেলন (পার্টি কংগ্রেস) থেকে কবে প্রকাশ কারাত সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন?
১১. তিউনিসিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১২. নামিবিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের রাজত্বে

বৈশম্পায়ন উবাচ

চিরন্তন বাচস্পতি

যোড়শ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া নব্য মহাভারতীয় রণাঙ্গন কেবলমাত্র কুরুক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, এমনকি আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও এই রণক্ষেত্রগুলি বিস্তারিত হইয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠী হইতে ৫৪৩ টি আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রত্যাশীর তালিকা ক্রমবর্ধমান। যাঁহারা ভোট বিশেষজ্ঞ 'সেফোলজিস্ট' নামে আখ্যাত, সম্ভাবনার অঙ্ক মিলাইতে গিয়া তাঁহাদিগের স্বেদস্রুতি ঘটিতেছে। কিন্তু বহুজাতিক ও ভারতীয় ধনকুবেররা ইতোমধ্যে কয়েক সহস্র কোটির উপঢৌকনে শোষক শ্রেণির উপযুক্ত প্রহরীকে চিহ্নিত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপন এবং বিশেষভাবে নির্মিত 'পেইড্ নিউজ' (যে সংবাদ ক্রয়-বিক্রয় করা যায়)-এর সাহায্যে, কদাপি যত্র তত্র নির্বাচকমণ্ডলীকে অর্থপ্রদান তৎসহ নানাবিধ প্রতিশ্রুতি লগ্নি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মনোনীত প্রধানমন্ত্রীর নাম নরেন্দ্র মোদী, সংক্ষেপে 'নমো'। তাঁহারা জানেন যে কোনোপ্রকারে তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে সমারূঢ় হইলেই রাঘব-বোয়াল, হাঙর-কামটের দল ছুটিয়া আসিবে এই ভারতভূমিতে। শকুনি-গৃধিনী ও শিবাকুলের মহোৎসবে শোষণ, নরহত্যা, নারীলাঞ্ছনা, সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে।

জনৈক ইতিহাসের প্রাজ্ঞ গবেষক কহিলেন—'বর্তমান পরিস্থিতির সহিত প্রাক্-বিশ্বযুদ্ধের (দ্বিতীয়) পরিমণ্ডলের সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছি। জার্মানির শোষক শ্রেণিগুলি তাহাদিগের প্রয়োজনে বয়োবৃদ্ধ রাষ্ট্রনায়ক হিণ্ডেনবুর্গকে অপসারিত করিয়া বিশ্বত্রাস হিটলারকে ক্ষমতায় অভিষিক্ত করিয়াছিল। এই হিটলার ব্যক্তিটির জীবন বিচিত্র; কিন্তু ব্যর্থ চিত্রশিল্পী ও আত্মহননকামী এই ব্যক্তটিকেই মনোনীত করিয়া যাহারা হিণ্ডেনবুর্গকে অপসারিত করিল, তাহারা বিশ্ব ইতিহাসে এ কলঙ্কের অধ্যায়ের জনক। বোধ করি এই দিল্লি দখল অভিযানে বর্তমান ভারতীয় ও বিদেশি শোষকশ্রেণিগুলি তাহারই মহড়া দিতেছে। কারণ কংগ্রেস ও মনমোহন সিংহের রাজত্বে যে দুরপনেয় কলঙ্ক পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় জনাদেশ যে বিরূপ হইবেই, ইহাতে সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের অধিরথ যোদ্ধারা গাহিতেছে—আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা। দলবদলের পালা চলিতেছে। উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা জগদম্বিকা পাল, উত্তরাখণ্ডের সতপাল মহারাজ ভা. জ. পা.-তে যোগদান করিয়াছেন। আবার দীর্ঘদিনের কংগ্রেস সেবক তথা, সাংসদ, প্রাক্তন মন্ত্রী বুটা সিংহ মহোদয় সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী হইয়াছেন। বারানসী হইতে যিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, সেই ইন্দিরা তেওয়ারি মহোদয়া হিন্দু-মহাসভার সম্পাদক এবং রাম-জন্মভূমি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক হিসাবে শ্রুতকীর্তি হইয়াছেন। ঝাড়খণ্ড হইতে মাওবাদী কামাণ্ডো এবং অসংখ্য খুনের আসামী কামেশ্বর বৈঠা এবং আরও কয়েকজন কীর্তিমান ব্যক্তিও তৃণমূলের ছত্রছায়ায় যোড়শ লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ। আলেকজাণ্ডার যথার্থই বলিয়াছিলেন—সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ।'

ইতিহাসবেত্তার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'অধর্মের অন্যায়ের শক্তি শেষ পর্যন্ত কখনোই জয়যুক্ত হইবেক না। আমি ভাববিহ্বল অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনপূর্বক ইহা নিশ্চিত করিয়াছিলাম। সুতরাং, এই নির্বাচনেও নীতি ও নেতার সংগ্রাম চলিতে থাকিবে। মানবের ইতিহাস কদাপি বদ্ধজলা নহে, নূতন নূতন খাত সৃষ্টি করিয়া ইতিহাসের ধারায় সত্যের শতদল প্রস্ফুটিত হইবেই।'

জনৈক সমাজবিজ্ঞানী মন্তব্য করিলেন— 'ভি. আই লেনিনও বলিয়াছিলেন যে বুর্জোয়ারা ইতিহাসের হাতে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত শ্রেণির ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে। যাহারা ইতিহাসের কথা মানবসভ্যতার গতিধারা উপলব্ধি করিতে অপারগ, তাহারই কেবল অপরিণামদর্শী স্বপ্নবিলাসিতায় মুহ্যমান হইয়া থাকে।'

তদনন্তর বৈশম্পায়ন কহিলেন—'পূর্ববর্তী আলোচনাসভায় আমরা কংগ্রেস, ভা. জ. পা এবং আঞ্চলিক দল তথা গোষ্ঠীর বিষয় প্রণিধান করিয়াছি। এক্ষণে, এই নির্বাচনে বামমার্গী রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান, নির্বাচনোত্তর তৃতীয় নির্ধারক শক্তি হিসেবে সম্ভাবনার বিষয়টিও পর্যালোচনা করা হউক। হে বহুদর্শী সঞ্জয়, বাম দলগুলি বিশেষত সি পি আই(এম) দলের ভূমিকার কথা দূরদর্শনের যন্ত্রে বিশদরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ জানাই।'

সঞ্জয় দেখাইলেন যে ভারতীয় রাজধানীতে মার্চের ২০ তারিখে সি পি আই(এম)-এর নেতৃবৃন্দ যে ইশতেহার প্রকাশ করিয়াছন, তাহাতে এক বিকল্প পথের কথা ঘোষিত হইয়াছে। বামপন্থীদিগের শক্তিবৃদ্ধি পূর্বক জনমুখী বিকল্পের সন্ধান এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সংহতিসাধনই এই ইশতেহারের মর্মবস্তু। যদ্যপি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সহিত বামপন্থীদের প্রাক্-নির্বাচনী আসন-বন্টন বা বোঝাপড়া হয় নাই, তথাপি নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে এইরূপ একটি তৃতীয় শক্তির অভ্যুদয় ঘটিবে বলিয়াই সি পি আই(এম) গভীরভাবে বিশ্বাস করে।

বৈশম্পায়ন পুনরায় কহিলেন—'এমতাবস্থায় সি পি আই(এম) দলের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিলে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকটও যথার্থ বার্তা প্রেরিত হইতে পারে।'

সঞ্জয় তাঁহার কুশীলবগণকে নির্দেশ দিলে তাহারা একটি বৃহদায়তন প্রজ্ঞাপনী ফলকে বিষয়গুলি প্রকীর্ণ করিল। সংক্ষেপে বিষয়সূচি অনুসারে নিম্নে বিবৃত হইল :

* অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানবৃদ্ধি, জনগণের ক্রয়ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রয়াস। ধনীদের উপর করবৃদ্ধি, কর্পোরেট মুনাফার উপর করবৃদ্ধি।
* লগ্নিপুঁজির নিয়ন্ত্রণপূর্বক জন-পরিষেবার বিভিন্ন স্তরে সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি।
* কালো টাকা উদ্ধার, রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্পে গুরুত্বপ্রদান, বিমায় বিদেশি বিনিয়োগ বন্ধ ইত্যাদি সহ কর্মমুখী শিল্পস্থাপন, সর্বজনীন গণবন্টন ব্যবস্থা চালু করা, আধার ব্যতিরেকে রন্ধনের নিমিত্ত ভরতুকির সাহায্যে গ্যাস সিলিণ্ডার সরবরাহ।
* কৃষি ও কৃষকের ক্ষেত্রে একগুচ্ছ জনমুখী নীতি প্রণয়ন এবং কার্যকর করা।
* শ্রমিকশ্রেণির ক্ষেত্রে সকলপ্রকার শোষণমূলক ভূমিকা প্রত্যাহার পূর্বক সামাজিক সুরক্ষার দায়িত্বগ্রহণ।
* মহিলা ও শিশুদিগের কল্যাণে একগুচ্ছ জনমুখী নীতি প্রণয়ন।
* তপশিলী জাতি, উপজাতি আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষার বাস্তবানুগ নীতি নির্ধারণ।

এই ইশতেহারে যুবসমাজের কাজের অধিকারকে সাংবিধানিক অধিকারে পরিণত করার নীতি ঘোষিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে মূল্যবৃদ্ধি রোধ সহ অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ও এই ইশতেহারে উল্লেখিত ও বর্ণিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন—'কথিত বিকল্প নীতিসমূহ উপযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। তত্রাচ ভারতের নির্বাচন আয়োগ যদি বলিষ্ঠ ভূমিকা লইয়া নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যেকের অবাধ ভোটের ও মতামতপ্রকাশের ব্যবস্থা না করিতে পারে, তাহা হইলে সকল আয়োজনই পণ্ড হইয়া যাইবে।'

জনৈক রবীন্দ্রানুরাগী শিল্পী গাহিলেন—'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।' এই গানেই আছে—'আমরা নাই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের রাজত্বে।'

পরিশেষে বৈশম্পায়ন মন্তব্য করিলেন—'এই দাসের রাজার ত্রাসের রাজত্ব নির্মূল করিবার জন্যই ইতিহাস অপেক্ষা করিতেছে।'

পাঠকের কলম ______ মতামত পত্রপ্রেরকের নিজস্ব

সঠিক মূল্যায়ন এই শহিদদের কবে হবে?

২৩ মার্চ ২০১৪, আরও একটা বছর চলে গেল। কতজন জানলো ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে দিনটির পরিপ্রেক্ষিতটা কী। নতুন প্রজন্ম মনে হয় খবরই রাখে না। কারণ এখন খবর তো অন্যখানে। ডলার, পাউন্ড, স্টারলিং, আন্তর্জাতিক বাজার ইত্যাদি বিষয়ে। কিন্তু ২৩ মার্চ ১৯৩১ লাহোরের কারাগারে যে তিনজন তরতাজা যুবক প্রাণ দিয়েছিলেন সেই সুখদেব, ভগৎ সিং, রাজগুরু-র খবর কে রাখে।

বুক ঠুকে কি বলা যায় এই তিন তরুণ যোদ্ধা সম্পর্কে বিশদ তথ্য আমরা তরুণ প্রজন্মের জন্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছি বা করতে পেরেছি। ভগৎ সিং সাম্যবাদী ছিলেন, তাই স্বাধীন ভারতে কিছু কিছু গোষ্ঠী ভগৎ সিং-কে পরিত্যজ্য করেছিল। 'রঙ-দে বাসন্তী', 'শহিদ এ আজম ভগৎ সিং' নামে কয়েকটি চলচ্চিত্র বছর কয়েক আগে তৈরি হয়েছিল, যাতে পরিস্ফূট হয়েছে তারুণ্যের প্রতিবাদী মন। সঠিক মূল্যায়ন এই শহিদদের কবে হবে?

—আর জানা, বর্ধমান-২

ভগৎ সিং-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

—প্রথম পাতার পর

বিরোধ আইনের প্রতিবাদে 'কালা' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিবাদের আওয়াজ শোনানোই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু দেশের মুক্তি আন্দোলনের তাবড় তাবড় নেতারা ভগৎ সিংদের আহ্বান শুনতে পাননি। এমনকি গান্ধিজিও ফাঁসির কয়েকদিন আগে বড়লাটের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু বহু অনুরোধ সত্ত্বেও ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেবদের প্রাণ রক্ষার জন্য রা কাড়েননি।

আজ তাঁর শহিদত্ব বরণ দিবসে ভগৎ সিং নিয়ে চর্চা করতে গেলে তাঁর মনীষার বিষয়টিও যেন উপেক্ষিত না হয়।

অন্য সংস্কৃতি

শিবঠাকুরের সিগারেট সেবন

অশোকানন্দ দাসমোহন্ত

একদিন রাত্রির শেষ প্রহরে স্বপ্নে দেখিলাম জটাজূটধারী মহাদেব স্বয়ং আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া আমার নিকট উইল্‌স ফ্লেক সিগারেট চাহিতেছেন। আমি আকৈশোর চারমিনারসেবী, সুতরাং বাবাকে বলিলাম, 'বাবা, আমার নিকট তো চারামিনার রহিয়াছে। আপনার চলিবে কি?' বাবা বলিলেন, 'আপাতত তাহাই দে। কল্য অমাবস্যা। তোর স্ত্রী যখন আমার মন্দিরে পূজা উপচার লইয়া অসিবেক, তখন যেন সিদ্ধি, গঞ্জিকা এবং ভাঙ্ ছাড়াও এক প্যাকেট উইলস্ ফ্লেক লইয়া আসে।'

ঘুম ভাঙিয়া গেল। আমার দেবদেবীতে বিশ্বাস না থাকিলেও আমার অর্ধাঙ্গিনী কিন্তু ঠাকুরদেবতার প্রতি পরম নিষ্ঠাবতী। সে অর্থে তাঁকে সহধর্মিণী না বলিয়া অর্ধাঙ্গিনী বলাই শ্রেয়। স্বপ্নের কথা বলায় তিনি মিটিমিটি হাসিলেন। বলিলেন, 'এতদিনে বাবার পূজা সার্থক হইল। বুঝিলে নাস্তিক হাঁদারাম, বাবা আমাকে দয়া করিবেন। এইবার বোধ করি লটারিতে অর্থপ্রাপ্তি ঘটিবে। ইহাকেই বলে সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য।'

গৃহিণী সকাল সকাল স্নান সারিয়া নীলপাড় সাদা শাড়ি পরিয়া আকন্দফুল সংগ্রহ করিলেন। বর্তমানে লালপাড় সাদা শাড়ির পরিবর্তে নীলপাড় সাদা শাড়ির প্রবর্তন হইয়াছে। তবে কালীঘাটের কালীপূজার জবাফুলের রঙ কী হইয়াছে জানিনা। পরিবর্তনের যুগে জননীর সিঁথির সিঁদুর, চরণের আলতা, শাড়ির পাড় সর্বক্ষেত্রেই নাকি লাল রঙ বর্জন করিতে হইবেক। যাহাই হোক, দশকর্মার দোকানে পূজা উপকরণ ক্রয় করিয়া তিনি পাড়ার পানের গুমটিতে গিয়া দেখেন, সেখানে সিগারেট ফুরাইয়া গিয়াছে। একটু অপেক্ষা করিয়া এক কৌটা সিগারেট কিনিয়া তিনি পূজা দিতে গেলেন।

স্বপ্নের তাৎপর্য বুঝিবার জন্য ইত্যবসরে আমি বন্ধুবর ভুজঙ্গভূষণ ঘোষের নিকট গেলাম। ভুজঙ্গভূষণ পরম শিবভক্ত। তাহার আরাধ্য দেবতা মহাদেবের মতোই তিনি সিদ্ধি, ভাঙ এবং গঞ্জিকার ভক্ত। প্রতিদিন বৈকালে তিনি এবং তাঁহার সহসেবী কৈলাসপতি ভাণ্ডারী গঞ্জিকার আসর বসান। পার্শ্ববর্তী বৈঠকে মা শ্মশানকালীর 'দুষ্টু' বালকগণ কারণবারি লইয়া বসিয়াছে। তাহাদিগকে মা শ্মশানকালী রক্তপতাকা পদদলিত করিবার, রক্তবর্ণ অফিসগৃহ ধ্বংস করিবার এবং হার্মাদ নামক এক নবজাত উপাধিধারী নরকুলকে সংহার করিবার আদেশ দিয়াছেন। তাহার জন্য 'দুষ্টু' সন্তানেরা প্রস্তুত হইতেছে। নরমুণ্ডের অভাবে তাহারা আপাতত বোতল হইতে গেলাসে ঢালিয়া কারণবারি পান করিতেছে। সে এক অভিনব দৃশ্য।

দীর্ঘদিন সাক্ষাৎ করি নাই বলিয়া বন্ধুবর ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আমাকে এক হাত লইলেন। সম্মুখে দেখিলাম, গঞ্জিকা, কলিকা, ভাঙের শরবৎ ইত্যাদির পরিবর্তে কৌটায় নিবদ্ধ সিগারেট। বন্ধুবর সিগারেট পান করিতেছেন। আমার মাতামহ পটু ডাক্তারবাবু এবং তদীয় ভ্রাতা লুলুবাবু পঞ্চাশটি সিগারেটের একটি কৌটা লইয়া তাহা হইতে সিগারেট লইয়া ধূমপান করিতেন। ভাবিলাম, সেই সুদূর অতীত ফিরিয়া আসিল নাকি?

আমি বন্ধুবরের নিকট স্বপ্নের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম। বন্ধুবর হঠাৎ হাসিলেন। বলিলেন, 'মূর্খ, চিটফাণ্ড নামক বস্তুর নাম শুনিয়াছিস্?'

আমি আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

বন্ধুবর আমাকে একটি সিগারেট অফার করিয়া বলিলেন, 'অতএব শোন মূর্খ। সারদা নামক রামকৃষ্ণপত্নীর নামে একটি সংস্থা টাকা দ্বিগুণ করিয়া দিবে প্রতিশ্রুত হইয়া বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ অর্থকামী নরনারীর নিকট কয়েকশত কোটি টাকা কামাইয়া গণেশ উল্টাইয়া দিয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের নিকট প্রমাণ আছে যে এই সারদাকাণ্ডে মা শ্মশানকালীর 'দুষ্টু' সন্তানেরা সরাসরি যুক্ত। নিন্দুকেরা বলিতেছেন যে রণরঙ্গিনী মা-ও নাকি সারদার কর্ণধারকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তান বলিয়া শংসাপত্র দিয়াছেন। এক্ষণে, অমানতকারী এবং দালালগণ সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা মা শ্মশানকালীর নিকট প্রতিকার চাহিলে মা একটি সহজ উপায় বাহির করিয়াছেন। তাহা হইল সিগারেটের উপর কর আরোপ। সেই করের মাধ্যমে আদায়ীকৃত অর্থের সাহায্যে তিনি আমানতকারীদের ব্যথার কথঞ্চিৎ উপশম করিবেন। তিনি দেশবাসীকে অধিকমাত্রায় সিগারেট ফুঁকিতে উপদেশ দিয়াছেন। বাবাকে আদেশ দিয়াছেন, 'তুমি তোমার ভক্তদের নিকট হইতে সিগারেট আদেশ কর। কারণ, বঙ্গদেশের মহিলারা সিগারেট খায় না বটে, তবে তোমাকে উপচার দেওয়ার জন্য তাহারা কৌটা কৌটা সিগারেট কিনিবেক। তুমি যদি ভক্তদের এই আদেশ না দাও, তবে পূর্বের মতো তোমাকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া বুকের উপর পা রাখিয়া নৃত্য করিব। জানো তো, মর্ত্যের জয়প্রকাশ নারায়ণের গাড়ির উপর আমি একদা নৃত্য করিতে লজ্জিত হই নাই?'

কথা শুনিয়া বাবা তাঁহার ভক্তদের আদেশ দিয়াছেন। সিগারেটের বিক্রয় হু হু করিয়া বাড়িতেছে। মায়ের তহবিলে পাঁচশত কোটি টাকারও অধিক সঞ্চিত হইবেক।

বন্ধুবর আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিলেন। আমি বাড়ি আসিলাম, দেখিলাম গৃহিণী সবুজ টিপ, সবুজ সিঁদুর ও সবুজ আলতা পরিয়াছেন। সালানপুরের সামন্তি সংগ্রামগড়ের জনৈক কয়লাতস্কর প্রেরিত সবুজ রঙের মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া উপবাসভঙ্গ করিতেছেন।

সুশান্ত কুমার ঘোষ

কেমন করে

দু-চারটে মানুষ ছিল খড়ের চালে চাঁচের ঘরে
ইমারতে অট্টালিকায় রোবট হল কেমন করে

দু-চারটে মন ছিল মাঠের কাদায় ধানের ধূলায়
কী করে সব সেঁদিয়ে গেল অট্টালিকার পাথরগুলোয়
দু-চারটে চোখ ছিল গায়ের ঘামে পেটের ভাতে
কী করে সব নিভিয়ে গেল লক্ষ্মীদেবীর পক্ষপাতে

দু-চারটে কান ছিল অনুরোধে আর্তনাদে
কেমন করে বধির হল হট্টগোলেও নির্বিবাদে
দু-চারটে মুখ ছিল মাঠেঘাটে আঁধার রাতে
কী করে সব নিলাম হল একপলকে হাতে হাতে

দু-চারটে হাত ছিল আদুল পিঠে ধূলোর পায়ে
কী করে সব লুকিয়ে গেল জগন্নাথের খোলা গায়ে

দু-চারটে বন্ধু ছিল বর্ষারাতে শীত সকালে
কী করে সব বন্দি হল নিজের গাঁথা চারদেওয়ালে

সবখানেতেই মা ছিল সকাল সন্ধ্যা দুপুর রাত
কোথায় যেন হারিয়ে গেল সেই মায়েদের শীতল হাত।

□□□

সত্যসন্ধ

সজাগ সংগ্রাম সচল

এখনো নদী মজেনি,
শ্যাওলাও তাতে জমেনি,
হৃদয়-পালে বইছে হাওয়া,
বিপ্লব-তরী যাবেই বাওয়া।

চলতে বাধা পায় যদি,
অন্তর্বাহিনী হয় নদী,
রইবে না তার গতি রুদ্ধ,
চলবেই নদী হয়ে শুদ্ধ।

রক্তিম নদী যায় বহে যায়,
কখনো সে থামেনি হায়।
লোহিত স্রোতে ক'রে প্রাণপাত,
সংগ্রাম-তরী চলবেই দিনরাত।

প্রাণের টানে ভেসে চলবে,
পীড়ন-জঞ্জাল দূরে হঠবে।
থামবেনা স্বপক্ষের হাওয়া,
সুযোগ থাকবে সামনে যাওয়া।

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

একদিন

একদিন আকাশভাঙা ধারাপাত হবেই,
প্লাবনে ভেসে যাবে সব আবর্জনা।

একদিন বিবর্ণ বেচপ সজনে ডাল চিকন হবে,
শুঁয়োপোকা বিলীন হবে, বসবে প্রজাপতি মেলা।

একদিন শিশির ভেজা মাঠে শিউলি গন্ধে
মাতাল হবে হিমেল বাতাস। হেমন্তিকা ধানে
নবান্ন উৎসব। জুঁই ফুল হয়ে ফুটবে গরম ভাত।

একদিন বুড়ো তিনকড়ি উনুনের পাশে
তাপ নিতে নিতে আঘ্রান পাবে নতুন গুড়ের,
একবাটি খেজুর গুড়। চাঁদের মতন ফুলকো রুটি।

একদিন পলাশ রঙে ঢেকে যাবে চরাচর।
ধূসর হলদে পাংশুটে ইচ্ছাগুলো হয়ে
উঠবে অপরাজেয়—নীল অপরাজিতা।
একদিন হবেই হবে
ঋতু-বদল।

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

রক্তরাঙা

পথের গানে মন হারালো
মন হারালো, শপথ
জোয়ার-ভাঁটায় পা মেলাবো
নতুন আলোর পথ
আলোর পথে, এই শপথে
রক্তরাঙা দিন
বুকের মাঝে, শুধুই বাজে
ভালোবাসার বীণ।।

সুনামি গুপ্ত

তিনি বলেন

টেট্ আমার টেট্
পাঠাই লুটের ভেট্।
প্রাইমারিতে টিচার চাই?
লিস্টি করে নেতার ভাই।
সইয়ের বৌয়ের বকুলফুল,
হুল ফোটাচ্ছে তৃণমূল!
এটাই নাকি গণতন্ত্র,
প্রশাসনের একই মন্ত্র।

বেশ করেছি—তোদের তাতে কী?
আসছে ভোটে কোমর বেঁধেছি।
রাজ্য থেকে সবকটা সিট পেলে,
প্রধানমন্ত্রী হবেন হেলেদুলে।

সেই বাসনায় শেষের কথা,
আশিস জানান মহাশ্বেতা।

সাহিত্য অ্যাকাডেমির কবিতা-উৎসব বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ মার্চ : বসন্তের শেষ লগ্নে, ঝড়ের মধ্য দিয়ে বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় কবিতা উৎসব শুরু হলো সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। আবৃত্তিলোক, কলকাতার উদ্যোগে এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তায় ও সাহিত্য আকাদেমি কলকাতা এবং আয়না বর্ধমান-এর সহযোগিতায় সংস্কৃতি লোকমঞ্চে কবিতা উৎসবরে উদ্বোধন করেন চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ।

গৌতম ঘোষ বলেন, প্রতিটি মানুষের মনের মধ্যে কবিতা আছে। মাতৃভাষায় কবিতা না পড়লে অন্য ভাষার কবিতা জানা যায় না। তিনি বুদ্ধদেব বসু ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর কবিতা পাঠ করেন। বক্তব্য রাখেন সাহিত্য আকাদেমি কলকাতার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম পাল, নাট্যকার সৌমিত্র মিত্র। আবৃত্তি করেন ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা পাঠ করেন স্বপ্নকমল সরকার, রাজকুমার রায়চৌধুরী, জয়ন্ত ঘোষ, শ্যামলবরণ সাহা, সঞ্চয়িতা কুণ্ডু, অংশুমান কর প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন দেবেশ ঠাকুর।

২৩ মার্চ সকালে কবিতা কল্পলতা বিষয়ে একটি কর্মশালা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন নাট্যকার সৌমিত্র মিত্র, শ্রীজাত, অংশুমান কর, দেবেশ ঠাকুর। শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর প্রয়াণ দিবসে স্মরণে সন্ধ্যায় কবিতা পাঠের আসরে ছিলেন নুপুর বসু, রবীন মজুমদার, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, তরুণ পাল, অমত্য মুখোপাধ্যায়।

সন্ধ্যায় কবিতা পাঠের আসরে কলকাতা ও বর্ধমানের কবিদের মেলবন্ধন ঘটলো। স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করেন কৃষ্ণা বসু, অভীক মজুমদার, রূপক চক্রবর্তী, সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়, রানা সেনগুপ্ত, ঋষিগোপাল মণ্ডল, সঙ্ঘমিত্রা চক্রবর্তী, পার্থ ঘোষ, শ্রীজাত, দেবেশ ঠাকুর প্রমুখ। বাচিক শিল্পী জগন্নাথ বসু ও ঊর্মিমালা বসু কাব্যনাট্য পাঠ করেন।

মেডিকেল কাউন্সিলের টিম বর্ধমান হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ মার্চ : বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করলো মেডিকেল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার একটি টিম। তিন সদস্যের ওই টিম মূলত বর্ধমান মেডিকেল কলেজের পঠন-পাঠনের পরিকাঠামো সরজমিনে তদন্ত করেন। এখানে উল্লেখ্য এ বছরই বর্ধমান মেডিকেল কলেজের সিট ১০০ থেকে বেড়ে ১৫০ হয়েছে। সেই কারণেই এম সি আই টিমের পরিদর্শন।

সরকারি হাসপাতালে অমানবিক কাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ মার্চ : রোগীকে সহবত শেখাতে তাকে মারধোর করে হাতের সুখ করে নিল অনাময় হাসপাতালের জনৈক কর্মী চঞ্চল বাগ। দুবরাজ দিঘির মালিরবাগান এলাকায় বাসিন্দা শেখ কালাম সরকারি হাসপাতালের ক্যাশ কাউন্টারে নিজের পেছনের লোককে আগে কাউন্টারে যেতে দেখে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তারই পরিণতিতে এ দৃশ্য দেখা গেল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল অনাময়ে। উত্তেজনা বাড়লে অনাময়ের ডেপুটি সুপার তাপস ঘোষ তড়িঘড়ি ক্যাশ বিভাগের ওই কর্মীকে অন্যত্র সরিয়ে দেন।

হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দিল মাধবী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ মার্চ : অসুস্থ অবস্থায় উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হাসপাতালের বেডে বসে পরীক্ষা দিল। ছাত্রীর নাম মাধবী দাস। বাড়ি বর্ধমানের রায়না গ্রামে। মাধবী রায়না উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের কলা বিভাগের ছাত্রী। হঠাৎই ২০ মার্চ সে অসুস্থ বোধ করে। বাড়ির লোকজন তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। এদিন ছিল তার দর্শনের পরীক্ষা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে উদ্যোগ নিলে হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডে বসে সে দর্শন বিষয়ের পরীক্ষা দেয়। এইভাবে পরীক্ষা দিতে পেরে মাধবী খুশি। খুশি তার অভিভাবকরাও।

শ্রমজীবী মহিলা কনভেনশন রানিগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২৩ মার্চ : সমকাজে সমমজুরি, ন্যূনতম দশহাজার টাকা মজুরি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, রাত্রিকালীন মহিলাদের কাজে ঢালাও অনুমতি না দেওয়া, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অঙ্গনওয়াড়িভবন নির্মাণ, দেশের সর্বত্রে শ্রমজীবী মহিলাদের হস্টেলের ব্যবস্থা, আই সি ডি এস ও মিড-ডে মিল প্রকল্প বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, গণবন্টন ব্যবস্থা সুষ্ঠ করা সহ ১৫ দফা দাবি নিয়ে আজ কয়লা শ্রমিকভবন রানিগঞ্জ-এ প্রায় তিনশতাধিক শ্রমজীবী মহিলাদের নিয়ে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে বংশগোপাল চৌধুরীকে বিপুলভোটে জয়ী করার আহ্বান ওঠে। বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিদের নিয়ে ২১ জনের সারা ভারত শ্রমজীবী মহিলা সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। আহ্বায়ক হন জয়া ভট্টাচার্য।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত ৩, আহত ৬

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ মার্চ : কলকাতা থেকে এক স্করপিও গাড়িতে একই পরিবার কল্যাণেশ্বরী পূজা দিতে গেলে দুর্ঘটনায় পরে জাতীয় সড়কে বর্ধমানের সতীমা কোল্ডস্টোরেজের সামনে। ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে তিনজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। ৬ জন গুরুতর আহত হয়ে ক্যামরী হাসপাতালে ভর্তি করে পুলিশ। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অমিত মুখার্জী (৫০), ডাক্তার গার্গি দাস রায় (৫০), সুমিত্রা দাস (৫০)। আহত ব্যক্তিরা হলেন ডাক্তার দেবাশিস রায় (৫৩), পৃথা রায় (২০) দেবাশিস রায়-এর কন্যা। মৈত্রিয়ী মুখার্জী(৪৫) এবং তাদের দুই কন্যা সোহিনি ও সাহানা। চালক রাকেশ পাশোয়ান (২৫)। একই পরিবারের সকলেই হওয়ায় শোকের ছাড়া নেমে এসেছে। এদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর।

চাগ্রামে উদ্ধার হওয়া নীলগাইটি বনদপ্তরের অবহেলায় মৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ মার্চ : নীলগাই উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো বর্ধমানের খণ্ডঘোষে। ২০ মার্চ বিকালে খণ্ডঘোষ থানার চাগ্রামের মাঠে নীলগাইটি দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রথমে গ্রামবাসীরা অদ্ভুত ধরনের ওই প্রাণীটিকে ধরার চেষ্টা করে। তাড়া খেয়ে নীলগাইটি একটি পুকুরে নামলে কাদায় আটকে যায়। তখন গ্রামবাসীরা তাকে ধরে ফেলে। প্রাণীটির গায়ের রঙ ধূসর। পা-গুলি হরিণের মতো হলেও মুখটা ঘোড়ার মতো। সরু শিং ও লম্বা লেজ আছে। পুলিশ বনদপ্তরে খবর দিলে বনদপ্তরের কর্মীরা নীলগাইটি উদ্ধার করে বর্ধমানের রমনার বাগান অভয়ারণ্যে নিয়ে আসে এবং সেখানেই রাখার ব্যবস্থা করে।

গ্রামবাসীদের ধারণা নীলগাইটি পাচার করা হচ্ছিল। সেই সময়ই সে পালিয়ে চাগ্রামে চলে আসে। কারণ ওই এলাকায় নীলগাই থাকার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সাধারণত মধ্যভারতের পাহাড়ি জঙ্গলে নীলগাই দেখা যায়।

এছাড়া উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জঙ্গলে দু-একটি নীল গাই দেখা যায়। বনদপ্তরের বর্ধমান রেঞ্জের আধিকারিক নিরোদ মুখার্জীও গ্রামবাসীদের সঙ্গে একমত। তিনি জানান, এটিকে এখন রমনারবাগের অভয়ারণ্যে রাখা হবে পর্যবেক্ষণে। হরিণের মতোই নীলগাইও তৃণভোজী। সেই কারণে তাকে ঘাস বা গাছের পাতা খেতে দেওয়া হবে।

সর্বশেষ খবর নীলগাইটি বনদপ্তরের অযত্নে মারা গেছে। তড়িঘড়ি ময়নাতদন্ত করে তাকে পুঁতে ফেলা হয়েছে।

Admission going on at
MODERN PUBLIC SCHOOL
NURSERY to V
FOR SESSION 2014-15
2nd Language Hindi or Bengali
442, Baburbag, Near Shivshankar Seva Samiti
Burdwan - 713104 (W.B)
Contact - 9434017705 / 9933553195

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সি পি আই(এম) প্রার্থী বংশগোপাল চৌধুরীর সমর্থনে প্রার্থী সহ প্রচার মিছিল

বে-আইনি বালিখাদানে পুলিশি অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ মার্চ : দামোদর নদের বেআইনি বালিখাদানে অভিযান চালালো বর্ধমানের পুলিশ। দামোদর নদ থেকে প্রতিদিনই বেআইনি ভাবে বালি তোলা হচ্ছে। দীর্ঘ দিনের অভিযোগ— নদীবাঁধ থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে কোনভাবেই বালি তোলা যাবে না, এই সরকারি নিয়মকে মানা হচ্ছে না। এছাড়া নদের বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ দিয়ে নদীর প্রবাহ বা গতিপথকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে বালি মাফিয়ারা। এর ফলে নদীবাঁধ অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। দামোদরের বালির চর মাফিয়াদের কার্যত স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনের নাকের ডগায় প্রতিদিনই হাজার হাজার বালির ট্রাক পেরিয়ে গেলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়না বলে অভিযোগ। সম্প্রতি বেআইনি বালিখাদান নিয়ে বারে বারে সংবাদ মাধ্যমে খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পরই প্রশাসনের টনক নড়ে। এদিন বর্ধমানের দামোদরের ইদিলপুর এলাকায় পুলিশ অভিযান চালায়। তবে পুলিশ দেখেই বালি মাফিয়ারা পালিয়ে যায়। জেলা পুলিশ সুপার জানান এদিনের অভিযানে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি, তবে ৩টি বালি বোঝাই ট্রাক এবং ২ টি বালি ভর্তি ট্রাক্টর পুলিশ আটক করেছে। উল্লেখ্য যে, মাঝেমধ্যেই ইদিলপুর এলাকায় বেআইনি বালি খাদানের দখল নিয়ে বালি মাফিয়ারাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বেআইনি ভাবে বালি তোলার ফলে এবং অতিরিক্ত বালিবোঝাই ট্রাকের কারণে নদী বাঁধের রাস্তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

প্রচারে জনজোয়ার

—প্রথম পাতার পর

খিস্তি-খেউরি করে এবং নানা রকমের হুমকি দেয়।

বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে ও গলসি বিধানসভা উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থী সেখ সাইদুল হক ও নন্দলাল পণ্ডিত-এর সমর্থনে জয়কৃষ্ণপুর থেকে গলসি স্টেশন পর্যন্ত একটি পদযাত্রা হয়। পদযাত্রায় যোগ দেন গলসি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থী নন্দলাল পণ্ডিত। প্রায় দু-হাজারেরও বেশি মানুষ পদযাত্রায় অংশ নেন। অংশ নেন মহিলা, আদিবাসী, সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ। বাবনাবুনি গ্রামের মুখে আদিবাসীর প্রার্থীকে সংবর্ধনা জানান। পদযাত্রা সাহেবডাঙা, বাহিরঘন্যা, কল্যাণপুর, শ্রীরামপুর, কুরকুবা, অসকরণ প্রভৃতি গ্রাম ঘুরে গলসি স্টেশনে শেষ হয়। ব্যাপক মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রার্থীকে সমর্থন জানান।

By Courtsy
S. K. Banerjee
Burdwan

বছরের প্রথম কালবৈশাখী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ মার্চ : ২২ মার্চ হঠাৎ শিলাবৃষ্টি। জেলায় সামান্য ক্ষতি হলেও স্বস্তি পেয়েছে বেশি মানুষ। বোরো চাষি এবং তিল চাষিরা বৃষ্টিতে উপকৃত হয়েছেন। পিঁয়াজ চাষিরা সামান্য ক্ষতির মুখে পড়েছেন। শিলার পরিমাণ কম হওয়ায় জেলাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও কম। বোরোচাষিরা অনেকেই সংকটে ছিলেন। দীর্ঘদিন বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে সাবমার্শিবল দিয়ে জল উঠছিল না। জলের স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় রোয়া জমিতে জলের সংকট হচ্ছিল। এখন জলস্তর উঠে যাবে বলে মনে করেন কৃষিবিদরা। জেলাতে এবার তিল চাষও বেড়েছে। এই বৃষ্টি তিলচাষিদের পক্ষেও সহায়ক। এবার আমের মুকুল অনেক কম হলেও এই বৃষ্টি মুকুলের পক্ষে ভালো। হঠাৎ গরমের পারদ চড়ে যাওয়া থেকে অনেকটাই স্বস্তি পেল মানুষ।

নির্যাতনের নতুন নমুনা

—প্রথম পাতার পর

সাথে কথা বলতে হাজির হন সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক অমল হালদার ও বামফ্রন্ট প্রার্থী সাইদুল হক। ঘটনাস্থল ঘুরে ও গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। কমপক্ষে ১৫ জন মহিলার ওপর ওইদিন আক্রমণ চালানো হয়েছে। নবনী মাজি কাঁদতে কাঁদতে অভিযোগ করেন, গরিব বাড়ির মেয়েদের কি ইজ্জতের দাম নেই? মেনকা মাজি বলেন, রাত তখন বারোটা হবে। একদল হিংস্র পশু দরজা ভেঙে আমাদের ছিঁড়ে খেতে চাইলো! আর পুলিশ কী ভদ্রলোকের ছেলে? এত অশ্লীল মুখের ভাষা! পূর্ণিমা সাঁতরা বললেন, পুলিশের কী মা-বোন নেই? চুলের মুঠি ধরে বিছানা থেকে নামিয়ে লাথি মেরেছে। সুধা বাগের অভিযোগ, তাঁকে মারধোর করে তাঁর ১৬ বছরের নাতিকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। শাশুড়ি বৌ লাতিকা ও মায়া রানা অভিযোগ করলেন, তাঁদের ঘরের ৩ জন পুরুষকেই মারতে মারতে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। বেলুড়া মাজি কিছু বলতে পারলেন না। চোখের জলের আগুনে বাতলে দিলেন চরম অপমানের বদলা চাই।

টাকা পয়সা যেটুকু ছিল তাও লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এমনকি প্রতিবন্ধী, শিশু কেউই রেহাই পায়নি। পার্টিনেতারা আশ্বাস দেন, গরিব সব মানুষের পাশেই থাকবেন তারা। যাঁরা সাজানো মামলায় জেলে গিয়েছেন তাদের জামিনের জন্য আইনি সাহায্য দেওয়া হবে। ভয়কে জয় করে নির্ভয়ে ভোট পর্ব সম্পন্ন করতে শক্তিকে সংহত করার আহ্বান জানান।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৪ মার্চ; ২। ইউরোপ মহাদেশ, ২০০২ সালের ১৪ মার্চ, বেলগ্রেড; ৩। আলম আরা, ১৯৩১ সালের ১৪ মার্চ, বোম্বাই-এর ম্যাজেস্টিক হলে, পৃথ্বিরাজ কাপুর-জুবেইদা; ৪। জুবিলি ব্রিজ, ১৮৮৭ সালের ১৫ মার্চ; ৫। ১৬ মার্চ; ৬। ইউরোপ মহাদেশে, ১৮৬১ সালের ১৭ মার্চ, রোম; ৭। উইলিয়াম কেরী, ১৮০০ সালের ১৮ মার্চ, পঞ্চানন কর্মকার; ৮। ১৯০৫ সালের ১৮ মার্চ; ৯। ১৮৯১ সালের ১৯ মার্চ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; ১০। উনবিংশতিতম সর্বভারতীয় সম্মেলন কোয়েম্বাটোর, ২০০৮ সালের ৩ এপ্রিল; ১১। আফ্রিকা মহাদেশ, ১৯৫৬ সালের ২০ মার্চ, তিউনিস; ১২। আফ্রিকা মহাদেশে ১৯৯০ সালের ২১ মার্চ, উইন্ড হুক।

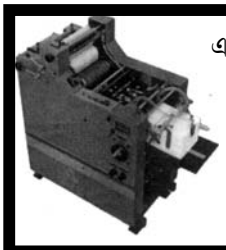
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা